যুগান্তর

তারিখ 17 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে দু'গ্রুপ শিক্ষকের মধ্যে সংঘর্ষ

শিক্ষার্থীসহ আহত ১৫ : গ্রেফতার ২

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ভাইবোন শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কার ও ভাড়াটে শিক্ষক দ্বারা পাঠদান চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুড়িগ্রামের রৌমারীতে রোববার সকালে শিক্ষকদের দু'গ্রুপের লোকজনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে এক শিক্ষকের অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের গ্রুপ আর বহিষ্কৃত ভাইবোন শিক্ষকের গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। রৌমারী উপজেলার দক্ষিণ বাউসমারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ভাইকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, অনিয়মের প্রতিবিধানের জন্য সাময়িক বহিষ্কৃত ভাইবোন শিক্ষক আবদুল মঈদ ও কোহিনুর বেগম তাদের লোকজনসহ স্কুলে উপস্থিত হন এবং ভাড়াটে শিক্ষক নুরন্নবীকে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ভাড়াটে ওই শিক্ষককে মারধর করা হয়। ক্লাসে এ অবস্থায় শিশুরা ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকলে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়। খবর পেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জোনাব আলী, তার চাচা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলামসহ তাদের লোকজন এসে পাল্টা হামলা চালালে দু'পক্ষের লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে আহত হয় শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর সুফিয়া, জেসমিন, আরমান, শিক্ষক জোনাব আলী (৪০), আবদুল মঈদ। অন্যান্যের মধ্যে আহত হন সভাপতি সিরাজুল ইসলাম (৫০), নুরন্নবী, মজিবুর (৩০), রুবী বেগম, আবদুল মজিদ, কোহিনুর বেগমকে রৌমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভাড়াটে শিক্ষকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বহিষ্কৃত শিক্ষক আবদুল মঈদ জানান, ওই প্রধান শিক্ষক আর সভাপতি শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশ করে তাদের দু'জনকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বহিষ্কার করে। এতে আমরা আদালতের শরণাপন্ন

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৮

সংঘর্ষে শিক্ষক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

হলে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেন। সেই রায়ের কপি নিয়ে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষকের লোকজন তাদের ওপর হামলা চালালে তারা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হন।

সংঘর্ষের ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের ভাই ছাইয়েদুর রহমান বাদী হয়ে ১৬ জনকে আসামি করে থানায় অভিযোগ করেন।

রৌমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কফিল উদ্দিন জানান, এক পক্ষের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য পক্ষের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি জানান, তারা এখনও কোন অভিযোগ দেননি।